দৈনিক ইনকিলাব।

তারিখ JUL 31 1999

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দেশে মেডিকেল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরী ব্যবস্থা অপ্রতুল

আবদুল মান্নান ॥ মেডিকেল উচ্চ শিক্ষায় দেশে লাইব্রেরীর ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। মেডিকেল উচ্চ শিক্ষায় বইপত্রের বড়ই অভাব। দেশে মেডিকেল শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে লাইব্রেরী ও বইপত্রের সংখ্যা বাড়ছে না। ফলে হাতেগোনা ২/১টি লাইব্রেরী যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তথা পিজি হাসপাতালের লাইব্রেরীর ওপর চাপ পড়ছে বেশী। সেখানেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

মেডিকেল উ...

প্রথম পৃষ্ঠার...

সাম্প্রতিক বইপত্র ও সা... রয়েছে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ... এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলেও এখন পর্যন্ত এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী উন্নয়ন বা মান বৃদ্ধির কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং '৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এই লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর উন্নত দেশসমূহের বই, জার্নালসহ অন্যান্য সাময়িকী আনা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে উচ্চ শিক্ষার্থে আগত শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গত অর্থ বছরে বইপত্র কেনার জন্য ৫ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল। বই কেনার ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। সূত্র জানায়, পিজি হাসপাতাল লাইব্রেরীতে আসন রয়েছে মাত্র ৬শ'। প্রতিদিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ও ডাক্তার লাইব্রেরী ব্যবহার করতে আসেন। সীট না পেয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করে থাকেন। আবার সীট নিয়ে অনেক সময় বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। এই লাইব্রেরীতে মাত্র ২২ হাজার বই রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই লাইব্রেরী ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। বারডেম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আইসিভিডি, এনআইও, চাইল্ড হেলথ ইনস্টিটিউটসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার কোর্স তথা মেডিকেল সায়েন্স শিক্ষার জন্য কোর্স থাকলেও সেসব স্থানে উপযুক্ত লাইব্রেরী নেই। ভর্তি ঐ সব প্রতিষ্ঠানে থাকলেও উচ্চ শিক্ষার ক্লাস প্রায় সবই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়। মহাখালীতে ন্যাশনাল হেলথ লাইব্রেরী থাকলেও কম পাঠকই সেখানে যান। বারডেমেও পাঠক কম যান। মিটফোর্ড, মেডিকেল কলেজে বইপত্র তেমন পাওয়া যায় না। সূত্র জানায়, ইংল্যান্ড, আমেরিকার মেডিকেল লাইব্রেরীগুলোতে বইয়ের সংখ্যা তত বেশী না হলেও সাময়িকীতে এসব দেশের লাইব্রেরীগুলো খুবই রিচ (Rich) ও মানসম্পন্ন। সাময়িকীতে ওরা বেশী অর্থ খরচ করে থাকে। এছাড়া বিদেশে লাইব্রেরীকে অনেকটা গবেষণা সেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গবেষণার জন্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য মেডিকেল সায়েন্সের ওপর সাম্প্রতিক তথ্য দরকার। সাম্প্রতিক তথ্যের অভাবে ডাক্তাররা পুরনো বইপত্র দেখে চিকিৎসা দেন এবং চিকিৎসা আশানুরূপ হয় না। রোগীর চিকিৎসার উন্নয়ন ঘটে না। এছাড়া বিদেশে ইন্টার লাইব্রেরী লোন (Loan) সিস্টেম চালু থাকলেও আমাদের সংখ্যা কম থাকায় এই লাইব্রেরীতে ডাক্তাররা অনেক সময় শৃংখলা মানতে চান না। বাইরের পাঠকের অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় পাঠকদের অসুবিধার কারণ হয়।

প্রথম থেকেই এই হাসপাতাল লাইব্রেরীতে Chain of command গড়ে উঠেনি। জনশক্তি প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। ভাল চিকিৎসক তৈরীর জন্য ভাল লাইব্রেরীর কোন বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী বলে সূত্র জানায়।